দেশ ও প্রবাসের রাজনৈতিক খবর বিশ্লেষণের একমাত্র প্লাটফর্ম

প্রথম সন্দেশ

শিক্ষার্থীদের মধ্যে রাখি বন্ধন

জয়গ্রাম সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির দুটি অফিসে উদযাপিত রাখি বন্ধন উৎসব।

চ্যালেঞ্জের মুখে বাংলাদেশের অন্তবর্তী সরকার

কোটা সংস্কার থেকে শুরু হয়ে স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার পদত্যাগ এবং দেশত্যাগ বুঝিয়ে দিয়েছে ছাত্রসমাজ তাদের আন্দোলনকে নিয়ে লিখলেন **তপন মল্লিক চৌধুরী**

Fortnightly Newspaper: Vol-1 ● Issue - 8 ● August 2024 ● Tittle code : WBBEN16094 ● Declaration No. : 10/SDO-BKP/ 2023 Dt. 24.11.2023 ● Price: 5/-

১৪ আগস্ট এর মধ্যরাতে আর জি কর ঘটনার প্রতিবাদে

সামিল হয়েছিল দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটির মহিলারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ১৪ অগাস্ট 2024 স্বাধীনতা দিবসের আগের দিন রাত। এই বছরের এই রাত ইতিহাসের পাতায় জায়গা করবে এই কথা বলা বাহুল্য। লক্ষ লক্ষ মানুষের “ বিচার চাওয়ার “ স্লোগানে চিৎকার করে নারী সম্মানের লড়াই ও অধিকার চেয়েছিল শোভাবাজার নীলমনি মিত্র স্ট্রিটের “ দুর্বারের” মহিলারা। সোনাগাছি থেকে পায়ে হেঁটে শত শত মহিলা এ দিন আসেন কলেজ স্কোয়ার চত্বরে। আর জি কর হাসপাতালের ডাক্তারি পড়ুয়ার পৈশাচিক মৃত্যুর প্রতিবাদে সরব হন তারা। দুর্বারের সচিব বিশাখা লস্কর বলেন --” এই লড়াই আমাদেরও। আজ যে ঘটনা ঘটেছে অত্যন্ত নিন্দনীয়। আমরা এর বিচার চাই। কিন্তু এমন অনেক ঘটনা আমরা জানি যা এই ঘটনার থেকে কোনো অংশে কম পাশবিক নয়। যেহেতু সেই নারী সমাজের দৃষ্টিতে একেবারে সাধারণ তাই সেই নৃশংস হত্যার সন্ধান পায়না কেউ। গনমাধ্যম থেকে শুরু করে নেতা, মন্ত্রী কেউই তার বিচারের জন্য এগিয়ে আসেন না। এ আমাদের দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি ! আমাদের কন্ট্রিবিউশান সুস্থ সমাজের জন্য কত উপকার করে চলেছে বছরের পর বছর সে কথা মুখে না হলেও মানুষ স্বীকার করতে বাধ্য। আমরা বুঝি নারীর যন্ত্রনা, তাদের দুঃখ, কষ্ট ও নির্যাতন। তাই আজ এসেছি বিচার চাইতে “ । দুর্বারের অন্যান্য সদস্যদের এক ই বক্তব্য। তাঁরা বিচার চান। প্রকৃত দোষীদের শাস্তির দাবি জানান তাঁরা। কলেজ স্কোয়ারের জনসমুদ্রে মিশে থাকা দুর্বার সংগঠনের মহিলারা সেদিনের রাত জাগা ছিলেন ভিন্ন রূপে। আমরা কৃতজ্ঞ তাঁদের সামাজিক অবদানের জন্য। এক রাতের উপার্জন এর চিন্তা না করেই নির্মম ও পাশবিক হত্যার প্রতিবাদে সামিল হয়েছিলেন। কুর্নিশ জানানোর প্রয়োজনীয়তা আছে বৈকি । সমাজ তাঁদের অবদানে কৃতজ্ঞ।

ছবি : সুফল ভট্টাচার্য

শুধু পথে প্রতিবাদ নয়

শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের বিকাশই অপরাধ প্রবণতা কমানোর উপায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা: খুনের ঘটনায় সাজা ফাঁসি! চরম পরিণতির কথা জেনেও অপরাধপ্রবণ মন খুন করে চলেছে। কিন্তু অপরাধ করা কি অতই সোজা ? হত্যার সময় হাত কাঁপে না খুনির ? লোকশ্রুতি, ক্রিশ্চিন চ্যাপেলে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির আঁকা “দ্য লাস্ট সাপার” - ছবিতে যিশু ও জুডাসকে আঁকা একই ব্যক্তিকে দেখে হয়েছিল। শোনা যায় - নিষ্পাপ বালক, যাকে দেখে যিশুর ছবি আঁকা হয়েছিল, কালক্রমে জঘন্যতম অপরাধী হয়ে ওঠা সেই ব্যক্তিকেই যুডাসের মডেল করেছিলেন দ্য ভিঞ্চি। কেন অপরাধী হয়ে উঠেছিল সেই বালক ? কলকাতায় সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কয়েকটি স্কুলের ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে সমীক্ষা করে সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন এসএসকেএম হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত বিশিষ্ট স্পিচ ও মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ মোহাঃ শাহীদুল আরেফিন। তাঁর কথায়, “সমীক্ষায় দেখা গেছে - ১৮ শতাংশ পড়ুয়ার মধ্যে এগ্রেসিভ ট্রেইটস দেখা গিয়েছে। তিনি আরও বলেন, শিশুর অনেক শারীরিক ও

পরবর্তী অংশ ৩ পাতায়

এবারের কেন্দ্রীয় বাজেট: বান ডাকল প্রতিশ্রুতির

প্রতিম মুখোপাধ্যায়, কলকাতা: একদিক দিয়ে দেখলে যে কোনো বাজেটই সাধারণত একটা দেশের সরকারের বাৎসরিক হিসাব নিকাশের শেষ নিরস খতিয়ান ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু ভারতের মতো দেশে এই নিরস খতিয়ানকেই যখন কৌশলে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলো, যখন যে ক্ষমতায় থাকে, সিংহাসনে থাকার স্বার্থে ব্যবহার করে তখন সেই নিরস বিষয়টিও মুহূর্তে তার চরিত্রের দিক থেকে কিভাবে বদলে যায় তা স্পষ্ট টের পাওয়া গেল এবারের কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ হবার সঙ্গে সঙ্গে। কেন এই কথাটা বলতে হচ্ছে এ প্রশ্ন উঠতেই পারে। উঠছে এ কারণেই যে, সদ্য লোকসভা নির্বাচনের ফল বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে যে মুহূর্তে প্রমাণ হয়েছে মুখে যতই

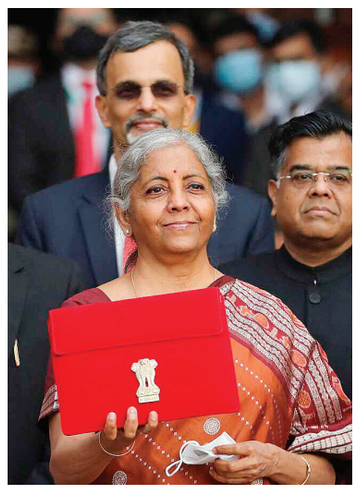

বড় বড় দাবি করুক না কেন শাসক দল বিজেপির সমর্থনে কিন্তু ভাটা পড়তে শুরু করেছে ঠিক তখনই এবারের বাজেট পলিসি নির্ধারিত হয়ে গেছে। স্বভাবতই রাজনৈতিকভাবে এই একক প্রাধান্য অর্জন করতে না পারা বিজেপিকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও ব্যাকফুটে ঠেলে দিয়েছে । বিহারী জে ডি ইউ আর অন্ধ্রপ্রদেশে টি ডিপি এই মুহূর্তে বিজেপির রক্ষাকর্তা। সুযোগ বুঝে তারা বারবার বুঝিয়ে দিচ্ছে যে ভারতীয় রাজনীতিতে এই মুহূর্তে আঞ্চলিক দলগুলি ক্রমশ যে গুরুত্ব পেতে শুরু করেছে এটা বিজেপির মত একটি সেফ সংখ্যাগরিষ্ঠতার যুক্তিতে হাতে মাথা কাটতে অভ্যস্ত দলকে মেনে নিতেই হবে। এবং বিজেপির যত আপত্তিই থাক তারা সেটা মানতে বাধ্য করবে। এই নয়া সমীকরণ লোকসভা নির্বাচনে ফল প্রকাশের পর থেকেই স্পষ্ট হতে শুরু করেছিল, এবং বাজেটে সেটা যে খানিকটা অসহায় ভাবে প্রকট হয়ে পড়ল এটা রাজনৈতিক ওয়াকিবহল মহল বলছেন রাখ ঢাক না করেই। বিশেষজ্ঞদের ধারণা এই যে নয়া সমীকরণ যত দিন যাচ্ছে প্রকট হচ্ছে, এটা ভারতের রাজনীতির মোড় খানিকটা হলেও ঘুরিয়ে দিতে বাধ্য। এবং বাজেটেও এবার তারই প্রতিফলন ঘটেছে বলে দাবি করছেন তারা। কেন্দ্রে বিজেপির মুশকিল আসন হিসেবে আবির্ভূত দুটি দলই প্রথম থেকে দাবি করে আসছিল যে তাদের রাজ্যগুলিকে বিশেষ মর্যাদা দিতে হবে। স্বভাবতই তাদের এ দাবি মেনে নিলে

পরবর্তী অংশ ৩ পাতায়

সন্দেশ
Vol-1 ● Issue - 8 ● August, 2024 ● Tittle code : WBBEN16094
● Declaration No. : 10/SDO-BKP/ 2023 Dt. 24.11.2023

সম্পাদকীয়

হাজার বছর পর ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে সাতাত্তর তম রক্তে লেখা স্বাধীনতা দিবস

বেশ অনেক বছর আগের কথা। তখন আমরা স্কুলে পড়ি। ওই পঞ্চম কিংবা ষষ্ঠ শ্রেণী। স্বাধীনতা দিবসের আগের দিনের রাত অন্যদিনের থেকে আলাদা হত। তাড়াতাড়ি রাতের খাবারের পর্ব চুকিয়ে দিতেন মা। কারণ স্বাধীনতা দিবস মানেই ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠে স্কুলের দিবস উদযাপনে অংশ নেওয়া। আমার মা ও স্কুলে পড়াতেন বলে তাঁকেও সকাল সকাল স্কুলে যেতে হত। বাবা ও যেতেন। কারণ তিনিও শিক্ষক। কিন্তু মা এর সব গুছিয়ে বাড়ি থেকে বেরোনো আর বাবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার মধ্যে অদ্ভুত এক পার্থক্য ছোটো থেকেই দেখে এসেছি। স্বাধীনতা দিবস মানেই ছোটবেলার সকাল ছিলো অন্য দিনের থেকে একেবারে আলাদা এক গুরুগম্ভীর সকাল। স্কুলে পৌঁছনোর পর কি কি হত তা প্রায় সকলের জানা। কাজেই আলাদা করে লেখার দরকার কম। বর্তমান বছরের স্বাধীনতার আগের রাত ছিলো ভয়ংকর আতঙ্কের এবং সেই সঙ্গে প্রতিবাদের রাত। পশ্চিমবঙ্গ তো বটেই সমগ্র ভারতবাসী স্বাধীনতার আগের রাত যাপন করেছেন নিদ্রাহীন অবস্থায় রাস্তায় নেমে। সমগ্র ভারতবাসীর একটাই স্লোগান" উই ওয়ান্ট জাসটিস" ।

সংবাদকর্মী আমরা যারা প্রত্যেকেই কোলকাতা শহরের বিভিন্ন এলাকায় প্রতিবাদ পদযাত্রায় অংশ নিয়েছি এবং অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছি নানা পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে। সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে কোটি কোটি ভারতবাসী দেখেছেন পাঁচ বছরের শিশু সহ প্রায় নব্বই বছরের বৃদ্ধা মোমবাতি হাতে রাস্তায় হেঁটেছেন নরকীয় হত্যার প্রতিবাদের উদ্দেশ্যে। রাত তিনটে সময় কোলকাতা শহরের একেবারে হৃৎপিণ্ডে অবস্থিত আর জি কর মেডিকেল কলেজের মতো হাসপাতালে যেখানে রাত আর দিন আলাদা করা যায়না অগুনতি মানুষের আসা যাওয়ায় সেই হাসপাতালের সেমিনার রুমে যুবতী ডাক্তারকে শারীরিক নির্যাতন ও খুন করে ধর্ষণের শিকার হতে হলো। এ কোন বাংলা? (দেশ দূরে থাক। আমরা বাঙালি, বাংলা নিয়েই কথা বলি!) গ্রামের মহিলারা মাসে হাজার টাকা বিনা পরিশ্রমে ব্যাঙ্ক এ জমা হয় বলে মুখ বন্ধ করে থাকবেন ? এর পরেও নেবেন ওই ভিক্ষার দান ? যে ডাক্তারি পড়ুয়া ধর্ষিতা হলেন আপনার এক হাজারি মা এর কন্যা সন্তানের এমন দুর্দিন আসবেনা এ কথা হলপ করে বলতে পারবেন? যে বাংলায় নিরাপত্তা নেই , শাসন নেই, শিক্ষা নেই, ভদ্রতা নেই, সংযম নেই, সহনশীলতা নেই অথচ হাজার টাকা মাসে পান বলে মুখে কুলুপ দেবেন ? জোয়ারে গা ভাসিয়ে জনা কয়েক ভিক্ষা নিয়েও স্বাধীনতা আগের রাতে পাড়ার দাদা-দিদির ধমক খেয়ে গুটি গুটি পায়ে হেঁটেছিলেন মুখ বন্ধ করে তারা এখনো সামনের পুজোর জামা কেনার জন্য হাজার টাকা নেবেন হাত পেতে? আপনার ঘরে আপনার সন্তানও তো বালিকা। হয়তো স্কুলে যায়। যদি আপনার মেয়ে স্কুল থেকে না ফেরে? ধর্ষণের বলি হয়? তাও চুপচাপ মেনে নেবেন মাথা হেঁট করে? কেননা আপনার প্রথম সন্তান স্কুলের পাঠ শেষ করে প্রকল্পের টাকা পেয়েছে বলে আপনি প্রতিবাদ করবেন না? নাকি প্রতিবাদের মুখ পোড়া। প্রকল্প পেলেই বাংলার মানুষ শত শত অন্যায় সহ্য করবে। এই সার কথা বুঝে গেছে প্রশাসনিক সরকার। তাই হাত পা নেড়ে, কতগুলি সিনেমার ন্যাড়া - নেড়ি জুটিয়ে পদযত্রা করে চিৎকার করে বলেন-- " নির্যাতিতার শাস্তি চাই" ...যদিও পাশের কোনো ন্যাড়া বা নেড়ির গুঁত খেয়ে ভুল শুধরে নেন। দুর্ভাগ্য মহিলাদের জন্য নয়। দুর্ভাগ্য কাঙাল(সবাই নয়) বঙ্গবাসী প্রত্যেকের। তর্ক করে একদল বলবেন, বাম আমলের বানতলা, অনিতা দেওয়ান, বিজন সেতুর সন্যাসী খুন, সাইবাড়ি, মরিচ ঝাঁপি ইত্যাদির ঘটনা। তাহলে পরিবর্তন কেন? একই কাজ যদি বর্তমান শাসকদল করে থাকেন তাহলে উদাহরণ টানছেন কেন মশাই। তাহলে স্বীকার করুন, যাহাই চটি, তাহাই প...। দুর্গন্ধ তো সব ঝান্ডায়। রং বেছে কি হবে! দাদা - দিদি সব তো এক গোত্র। তবু বাংলার মানুষ এখনো বিবেক বিসর্জন দেননি বলে আমরা ধরে নিলাম। ইতিবাচক ভাবতে অসুবিধা নেই। পজেটিভ ভাবতে অভ্যেস করি আমরা। ডাক্তারি পাঠরত মেয়েটির মর্মান্তিক পরিণতি তে সমগ্র বিশ্ব উত্তাল। মানুষের মন ভালো নেই। সকালে খবরের কাগজের পাতায় চোখ বোলালে চোখের পাতা ভিজে যাচ্ছে অনেক প্রবীণ নাগরিকের।তাঁদের কাছে এই পৃথিবী বড্ড অচেনা। কারো কারো সন্তান বিদেশে থাকেন। কোলকাতা শহরের বেশিরভাগ বাড়িতে বৃদ্ধ - বৃদ্ধা থাকেন একা। তাঁরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। কি করবেন, কিভাবে প্রাণ রক্ষা করবেন ভেবে দিশাহারা। এ কোন মানবতাহীন জগতে আমরা বসবাস করছি। রক্ষক ই যদি ভক্ষক হয় মৃত্যু তো অনিবার্য। সে গলা টিপে মারুক বা ধর্ষণ। মৃত্যুপুরীতে শান্তি ফিরবে বলে মনে হয়? পাঠকই বলবেন এর উত্তর।

চ্যালেঞ্জের মুখে বাংলাদেশের অন্তবর্তী সরকার

কোটা সংস্কার থেকে শুরু হয়ে স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার পদত্যাগ এবং দেশত্যাগ বুঝিয়ে দিয়েছে ছাত্রসমাজ তাদের আন্দোলনকে এক পর্যায়ে সফল করতে পেরেছে। কয়েকশো মানুষের প্রাণের বিনিময়ে এসেছে এই সফলতা। দাউদাউ আগুন জ্বলেছে, পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে ঘরবাড়ী, মানুষে মানুষে হানাহানি, মারামারি, কাটাকাটি, লাঠালাঠি, লুটপাট তবেই পতন হয়েছে কর্তৃত্ববাদী সরকারের। বাংলাদেশে এখন নতুন অন্তর্বর্তী সরকার। এখনও আগুন নেভেনি পুরোপুরি, অশান্তি বিরাজ করছে বহু জায়গায়, প্রকাশ্যে অথবা আড়ালে ক্ষোভ-ঘৃনা-আক্রোশ-বিদ্বেষ মাথা চারা দিয়ে উঠছে থেকে থেকেই। সামনের দিনগুলি যে বাংলাদেশের জন্য খুব একটা সহজ বা সুখের নয় সেকথা বিশ্লেষকদের মতামতে স্পষ্ট হচ্ছে, তাঁরা বলছেন, নতুন অন্তর্বর্তী সরকার কঠিন চ্যালেঞ্জের সামনে, তাদের ড়ও কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলে করতে হবে। কয়েকদিন আগেই শেখ হাসিনা সরকারের পতন ও তাঁর দেশত্যাগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী একটি সিদ্ধান্তমূলক ভূমিকা পালন করেচিল। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনীর ভূমিকা কী হবে, তা এখনো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। আপাতত এটুকাই বলা যায়, অন্তর্বর্তী সরকার পরিচালিত হবে বেসামরিক নেতৃত্বে। তাহলে কি এই সরকারের ওপর সেনাবাহিনীর প্রভাব থাকবে না? উত্তরে স্পষ্ট করে এখনই কিছু বলা সম্ভব নয়। কেউ কেউ বলছেন, সেনাবাহিনীর প্রভাব আনুষ্ঠানিকভাবে না থাকলেও এই সরকারে ওপর সামরিক বাহিনীর একটা পরোক্ষ প্রভাব থাকবেই। তাদের মতে, অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ দীর্ঘ হলে সরকারে নিজেদের কর্তৃত্ব দৃঢ় করার সুযোগ পাবে সেনাবাহিনী। তবে এখন পর্যন্ত মনে হচ্ছে, সেনাবাহিনী সরকারে সক্রিয় ভূমিকা ও রাজনীতির কেন্দ্রে থাকার বিষয়ে অতটা আগ্রহী নয়, যেমনটা কয়েক দশক আগে দেখা গিয়েছিল। শেখ হাসিনা ও তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে চলা আন্দোলনে যত মানুষের প্রাণ গিয়েছে, হামলা হয়েছে, হাসিনা দেশ ছেড়ে পালানোর পরও তা পুরোপুরি থেমে যায়নি বরং নতুন করে শুরু হয়েছে প্রতিশোধমূলক হামলা। তার থেকে রেহাই মেলেনি সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীরও। বিশ্বের বিভিন্ন মানবাধিকার গোষ্ঠী ও কূটনীতিকেরা এইসব হামলার বিষয়ে উদ্বিগ্ন। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে শান্তি ফিরিয়ে আনা, সাধারণ মানুষের মন থেকে আতঙ্ক দূর করা, আইনশৃঙ্খলা পুনরুদ্ধার করা একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রথম কাজ হবে জনমানসে নিরাপত্তা এবং শান্তি ফিরিয়ে আনা পাশাপাশি বাক্স্বাধীনতা ও শান্তিপূর্ণ সমাবেশের পথ তৈরি করা। একই সঙ্গে নতুন করে যাতে আর কোনো হিংসার ঘটনা না ঘটে, সে বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়াটাই হবে নতুন সরকারের সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ।বাংলাদেশের নতুন অন্তর্বর্তী সরকারের অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ অর্থনীতি। ২০০৯ সাল থেকে বাংলাদেশের গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ছিল ৬ শতাংশের বেশি। ২০২১ সালে মাথাপিছু আয়ে ভারতকেও ছাড়িয়ে যায় বাংলাদেশ; কিন্তু এরপর সে দেশে অর্থনৈতিক বৈষম্য বেড়েছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুফল সবাই সমানভাবে পায়নি। সাম্প্রতিক অস্থিরতা এবং হিংসা বাংলাদেশের পোশাক থেকে শুরু করে অন্যান্য শিল্পক্ষেত্রকে বিরাট ধাক্কা দিয়েছে। অশান্তি ও হিংসার সময় পোশাক ও অন্যান্য কারখানাগুলি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে প্রায় সাড়ে ৩ হাজার পোশাক কারখানা আছে। সে দেশের বার্ষিক সাড়ে ৫ হাজার কোটি ডলারের রপ্তানির মধ্যে প্রায় ৮৫ শতাংশই আসে পোশাক রপ্তানি থেকে। বিশ্বের শীর্ষ খুচরা পোশাক বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বিতীয় বৃহত্তম সরবরাহকারী বাংলাদেশ।বাংলাদেশে গত ১৫ বছরে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক কোনো নির্বাচন হয়নি। অন্তর্বর্তী সরকারকে বাংলাদেশে গণতন্ত্র ফেরানোর জন্য দীর্ঘ মেয়াদে কাজ শুরু করতে হবে। গত দেড় দশকে দেশটির গণতান্ত্রিক পরিস্থিতির যে ব্যাপক অবনতি হয়েছে সেই পরিস্থিতির অবসান ঘটিয়ে বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা অন্তর্বর্তী সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। স্বৈরশাসক শেখ হাসিনা পরবর্তী বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কেমন হবে, তা অনেকটাই নির্ভর করছে সাম্প্রতিক হিংসা ও বিশৃঙ্খলা নিরিসনে ব্যর্থ পুলিশ ও সেনাবাহিনীর ওপর। পাশাপাশি অন্তর্বর্তী সরকারকে নতুন করে কাজ শুরু করে নতুন একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা তৈরি করতে হবে যে ব্যবস্থার ওপর সাধারণ মানুষ আস্থা রাখতে পারে একই সঙ্গে সরকার জনগণকে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে। অন্তর্বর্তী সরকারকে মনে রাখতে হবে স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা বিগত ১৬ বছরে একটি নির্বাচনও সঠিক পথে করেননি। ২০১৪ সালের নির্বাচন ছিল ভোটারবিহীন, ২০১৮ সালে দিনের ভোট হয়েছিল রাতে, ২০২৪ সালে ডামি নির্বাচনের মাধ্যমে হয়েছিল প্রতারণা। এককথায় নির্বাচন ব্যবস্থাকে ভেঙে গুড়িয়ে কেড়ে নেওয়া হয় মানুষের মৌলিক অধিকার। বিরোধী দলগুলিকে নির্মূল করতেই হত্যা, গুম, হামলা ও মামলার পথ বেছে নেওয়া হয়েছিল। দুর্নীতি হয়ে উঠেছিল একটি গোটা জাতির নীতি। দেশের যাবতীয় সম্পদকে পৈতৃক সম্পত্তি মনে করে ক্ষমতাসীন দল বেপরোয়া লুটপাট চালিয়েছে। ব্যাংকগুলিকে ফতুর করে কোটি কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়েছে। বাংলাদেশের বৈদেশিক রিজার্ভ আতঙ্কজনক অবস্থায়, আমদানি-রফতানি পরিস্থিতি সঙ্কটাপন্ন, দ্রব্যমূল্য মানুষের সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে, আমলাতন্ত্র দলতন্ত্রে পরিণত, দেশের বুদ্ধিজীবীরা নগ্নভাবে তাদের মাথা বিক্রির প্রতিযোগিতা করেন, শিক্ষক, সাংবাদিক, আইনজীবী, ব্যবসায়ী সর্বত্রই সুবিধাবাদ আর নিকৃষ্ট ক্ষমতার মোহে কৃমি-কীটে পর্যবসিত। শোচনীয় এই অবস্থায় নাগরিক সাধারণ বিশেষত ছাত্র-যুবসমাজের ক্ষোভ, দুঃখ ও ক্রোধ আগ্নেয়গিরির মতো বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে।

আদিবাসী ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের মধ্যে রাখি বন্ধন উৎসব পালিত

নিজস্ব সংবাদদাতা: ১৯ আগস্ট রাখি বন্ধন উৎসব পালিত। সোমবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ধর্ম ও কুসংস্কারের বেড়াজাল ভেদ করে "সবার উপরে মানুষ সত্য তাঁহার উপরে নাই" এই চিরন্তন সত্য শব্দটিকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জয়গ্রাম সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির দুটি অফিসে উদযাপিত রাখি বন্ধন উৎসব। জ্ঞান-প্রদীপ প্রতিবন্ধী আশ্রম এন্ড স্কুলের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী, এবং এক-টাকার পাঠশালার আদিবাসী শিক্ষার্থী, শিক্ষক,অবিভাবক এবং সাধারণ মানুষদের মধ্যে রাখি বন্ধন উৎসব উদযাপন করা হয়েছে । সোসাইটির সম্পাদক আরিফুল ইসলাম মণ্ডল এ প্রসঙ্গে বলেন, রাখি বন্ধন উৎসব মানুষের মধ্যে ধর্ম ও রাজনীতির হানাহানিকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে এমনকি সুন্দর সমাজ গড়তে অনেক সাহায্য করতে পারে।

স্বাধীনতা দিবসে স্বামী প্রণবানন্দ সেবা সম্মান প্রদান

কলকাতা, (নিজস্ব প্রতিনিধি): ৭৮ তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বৃক্ষরোপন কর্মসূচি ও স্কুল ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ঢোলাহাট থানার রবীন্দ্র গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের গ্রামীণ সেবাকেন্দ্র মন্মথপুর প্রনব মন্দিরে। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন সঙ্ঘের পুরী শাখার স্বামী শ্রেয়সানন্দজী মহারাজ ও স্বামী অন্বেষানন্দজী মহারাজ। ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এলাকায় রাস্তার দু'ধারে রবীন্দ্র গ্রাম পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় ৭৮ টি চারাগাছ লাগানো হয়। এলাকার বিশিষ্ট মানুষদের পাশাপাশি ১৫ জন মাধ্যমিক ও ১৫ জন উচ্চ-মাধ্যমিক ছাত্র-ছাত্রীদের "স্বামী প্রণবানন্দ মেরিট এ্যাওয়ার্ড" প্রদান করা হয়। এছাড়াও ১৫ জন প্রবীন ব্যক্তিকে তাদের বহুমুখী কৃতকর্মের জন্য "স্বামী প্রণবানন্দ সেবা সম্মান" প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ১৫ জনকে "স্বামী প্রণবানন্দ প্রতিভা বিকাশ সম্মান" প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রতি ছাত্র-ছাত্রীকে একটি করে সুপারি গাছের চারা দেওয়া হয়। প্রতিটি সম্মানিত ব্যক্তিকে দুটি করে ফলের চারাগাছ ও দেওয়া হয়েছে ।

শুধু পথে প্রতিবাদ নয়

১ পাতার পর

মানসিক বিকাশগত সমস্যা বাইরে থেকে বোঝা যায় না, তাই যথাসময়ে চিকিৎসা না হলে পরবর্তী সময়ে তাদের মধ্যেই সমাজে অপরাধ করার প্রবণতা দেখা যায়। তাছাড়া অনেকের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতাও ধরা পড়েছে। তাই ধারণা, স্কুল থেকেই উপযুক্ত শারীরিক ও মানসিক মূল্যায়ন ও চিকিৎসা বা কাউন্সেলিং করা হলে এই সমস্যা অনেকাংশে সমাধান সম্ভব।" নেচার ও নার্চার, প্রথমটা আসে জিন থেকে, এটি জন্মগত। পরিবেশ থেকে আসে পরেরটি। আর জি কর হাসপাতালের ঘটনায় যখন সারা রাজ্য তো বটেই, দেশ পথে নেমে প্রতিবাদ করছে, তখন সমাধানের উপায় বাতলে দিয়েছেন ড. আরেফিন। আর জি করের ঘটনায় তিনি গভীর দু:খ প্রকাশ করেন। সেইসঙ্গে তিনি জানান, এই রাজ্যের কিছু বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গবেষণা করে সমাজের প্রান্তিক শিশুদের নিয়ে। সংশ্লিষ্ট শিশুদের একাংশ আবার পরিবারের মধ্যে প্রথম প্রজন্মের প্রতিনিধি যারা স্কুলে যাচ্ছে। আর পাঁচজনের মতো এইসব শিশু ও কিশোর - কিশোরীদের যাতে শারীরিক ও মানসিক বিকাশ হতে পারে সেজন্য তাদের মন বোঝার চেষ্টা করা হয় সমীক্ষায়। শৈশবে অনেকের মনে হিংসা ও প্রতিহিংসা পরায়ণতা দানা বাঁধতে থাকে শৈশব থেকেই। অপরাধ প্রবণতা নষ্ট করার জন্য তখন থেকে কাউন্সেলিং বা চিকিৎসা করার প্রয়োজন বলে অভিমত ড. আরেফিন। তিনি জানিয়েছেন, এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সাহায্যে ২০১৮ সালে হালতু'র একটি বিদ্যালয়ে করা সমীক্ষা তাঁরা কলকাতায় স্কুল পরিদর্শকের অফিসে জমা দিয়ে এই ব্যাপারে আর্জিও জানিয়েছিলেন। স্কুলে নিয়মিত বাচ্ছাদের কাউন্সেলিং এর জন্য । তিনি বলেন, "আমাদের পুরো টিমের মূল উদ্দেশ্যই শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য পর্যালোচনা করা। যাদের নিয়ে সমীক্ষা করা হয়েছে তাদের মধ্যে সিংহভাগ অপুষ্টির শিকার ছিল। যদিও তারা মিড - ডে মিল পেত। তবে শারীরিক স্বাস্থ্য তেমন ভালো ছিল না। মানসিক স্বাস্থ্যেও তার প্রভাব পড়েছিল। এরা সকলেই পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণীর পড়ুয়া ছিল।" তাঁরা এই কাজ ২০১৮ সালে করলেও এখন নতুন করে তাঁদের সুপারিশ কার্যকর করার সময় হয়েছে বলে মনে করেন মোহাঃ শাহীদুল আরেফিন।মায়ের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়াও জরুরি বলে তাঁদের অভিমত। অন্যতম কারণ শিশুর প্রাথমিক দেখভালের দায়িত্ব থাকে মায়ের কাঁধেই। সংসারের বোঝা টানতে গিয়ে এইসব মায়েদের অধিকাংশ অবসাদে ভোগেন। তাঁদের শরীর ও মনের প্রভাব পড়ে শিশুর উপরেও। সমস্যায় জর্জরিত মায়ের উদ্বেগের ছায়া পড়ে সন্তানের উপরেও। মায়ের বা পরিবারের কষ্ট লাঘব করতে বাচ্ছারাও ছোট থেকে অনেক সময় বিপথগামী হতে পারে। তাই মায়েদের কাউন্সেলিং করা এবং তাঁদের উদ্বেগ দূর করাও প্রয়োজন বলে সমীক্ষায় উঠে এসেছে।

বান ডাকল প্রতিশ্রুতির

১ পাতার পর

ভবিষ্যতে অন্য রাজ্যগুলির দিক থেকেও তার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে থাকবে এটা একেবারেই যেমন স্বতঃসিদ্ধ তেমনি সার্বিকভাবে তার ফলও রাজনৈতিক-সামাজিকভাবে ভালো হবে বলে মনে হয় না মোটেই। কথাটা জেডিইউ আর টিডিপিও যে বুঝছে না তা নয় । এবং বুঝছে বলেই আশা থাকুক না থাকুক তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাপ বজায় রাখছে এবং বুঝিয়ে দিচ্ছে ভবিষ্যতেও তারা এটা বজায় রাখবে। এবং এই পরিস্থিতিতে যেটা স্বাভাবিক সেটাই ঘটেছে এবারের বাজেটে। আর তার ফল ? এর ফল হিসেবেই , হিসেব বলছে, বিহারের অর্থনীতিকে ঢেলে সাজাতে ঘোষণা হল সড়ক সংযোগ প্রকল্পের। হচ্ছে পাটনা-পূর্ণিয়া এক্সপ্রেস ওয়ে, বক্সার- ভাগলপুর এক্সপ্রেস ওয়ে। বুদ্ধগয়া, রাজগীর বৈশালী দ্বারভাঙ্গায় হচ্ছে নয়া সড়ক। তৈরি হবে বক্সারের গঙ্গার উপর দু লেনের ব্রিজ। নতুন বিমানবন্দর, মেডিকেল কলেজ, খেলার পরিকাঠামো - --- কী নেই এবারকার বাজেটে বিহারের জন্য ! এবারেও মূলধনী খাতে লগ্নির জন্য বরাদ্দ থাকছে বাড়তি টাকা। উন্নয়নের জন্য বিহার ঋণ নিতে পারবে এডিবি, বিশ্ব ব্যাংক থেকেও। অন্য দিকে অন্ধ্রপ্রদেশে রিঅর্গানাইজেশন অ্যাক্ট-এর দায়বদ্ধতা মাথায় রেখে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন এজেন্সির কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা পাওয়ার বিষয়টি দেখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সরকার। ১৫ হাজার কোটি টাকার ব্যবস্থা থাকছে বিভিন্ন খাতে। বরাদ্দ হচ্ছে পোলাভারাম ইরিগেশন প্রজেক্ট -এর জন্যও। বিশাখাপত্তনম-চেন্নাই ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডর, হায়দ্রাবাদ বেঙ্গালুরু ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডর, জল বিদ্যুৎ রেলওয়ে ও সড়ক পরিকাঠামো খাতে রইল অর্থ বরাদ্দ। অনুদান মিলবে রায়েলসীমা, প্রকাশম, ও নর্থ কোস্টাল অন্ধ্রের পিছিয়ে পড়া এলাকার জন্য । অর্থাৎ বাজেট প্রতিশ্রুতিতে দুই রাজ্যের বরাতেই। কিন্তু এরপরেও কি থাকবে না দুই রাজ্যের তরফে নিত্য নতুন দাবিদাওয়া ? না থাকার বদলে থাকার সম্ভাবনাই বেশি বলছেন ওয়াকিবহাল মহল। এবং তাদের মতে সেটাই স্বাভাবিকও। নাইবা রইল বিশেষ রাজ্যের স্ট্যাটাস বা স্পেশাল প্যাকেজ, যা রইল তাইবা কম কী! এ তো গেল দুই রাজ্যের রাজনৈতিক দলের তরফে ঘর তথা আখের গুছানোর গল্প, কিন্তু এবাদেও এবারকার বাজেট থেকে আর কোন গুরুত্বপূর্ণ বার্তা পেলেন কি জনগণ? ওয়াকিবহাল মহলের মতে, কর্মসংস্থান ভারতে এম এস এম ই - তে জোর দিয়ে সরকার বুঝিয়ে দিতে চাইল এ বিষয়ে তাদের সদিচ্ছা রয়েছে। কেন রয়েছে ? রয়েছে কারণ এম এস এম ই বা অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পক্ষেত্রগুলিকে ধরাই হয় ভারতীয় অর্থনীতির মোটামুটি অক্সিজেন হিসেবে। হিসেব বলছে ভারতের জিডিপির ২৯ শতাংশেরও বেশি আসে এই ক্ষেত্র থেকে। কেবল তাই নয়, রপ্তানির ক্ষেত্রেও ৫০ শতাংশের বেশি দায়ভার বহন করে এরকম শিল্পগুলি। এবং শুধু তাই নয়, কর্মসংস্থানের সিংহভাগই কিন্তু বহন করে থাকে এ ধরনের কোম্পানিগুলি। ফলে এবার আসি বাজেটে এরকম সংস্থাগুলির জন্য কী রকম বরাদ্দ হল সেই প্রসঙ্গে। অংক বলছে এ ধরনের কোম্পানি বিপাকে পড়লে তাদের ঋণযোগ্যতা নির্ণয় করতে নয়া ব্যবস্থা বরাদ্দ করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, এতে ঋণ মঞ্জুরের সময় কমে আসছে। সেই সঙ্গে আছে আবার কোন কঠিন সময়ে এরকম সংস্থাগুলি যাতে সহজে ব্যাংক ঋণ পেতে পারে তা নিশ্চিত করতে নয়া ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি। প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে তরুণ প্রজন্মের জন্য মুদ্রা ঋণের পরিমাণ বাড়ানোর। বেড়েছে কৃষি ক্ষেত্রে বরাদ্দ। গত বছরের থেকে এই খাতে বরাদ্দ কুড়ি শতাংশ বাড়িয়ে করা হয়েছে ১.৫২ লক্ষ কোটি টাকা। অথচ নেই বীজ বা সারে দামের ক্ষেত্রে ভর্তুকি। নেই এমনকি কৃষি ঋণে ছাড়ও। কৃষি পণ্যের মূল্যবৃদ্ধিতে রাশ টানার কোন প্রতিশ্রুতি পর্যন্ত না পেয়ে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ কৃষকরা তো বটেই, সেইসঙ্গে বিরোধী শিবিরও। তবে হ্যাঁ, নতুন উদ্যোগে কৃষি পণ্যের দাম কিছুটা কমবে বলেই মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা। কিন্তু সব মিলিয়ে এই যে নানান প্রতিশ্রুতির বান ডেকে দেওয়া, এতে কমবে কি মূল্য বৃদ্ধির হার ? আন্দাজ করতে পারছেন না ওয়াকিবহাল মহলও। তারা বলছেন এ বিষয়ে নজর রাখতে হবে। এইসঙ্গে পরিকাঠামো খাতে ১১.১১ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগের ঘোষণা করে অর্থমন্ত্রী সদর্থক বার্তা দিতে চেয়েছেন বলেই মনে করছেন অর্থনীতিবিদদের একাংশ।

সন্দেশ
Vol-1 ● Issue - 8 ● August, 2024 ● Tittle code : WBBEN16094
● Declaration No. : 10/SDO-BKP/ 2023 Dt. 24.11.2023

চির - যৌবনে ৮০র কোলকাতা প্রেস ক্লাব

নিজস্ব সংবাদদাতা: এশিয়া মহাদেশের সুপ্রাচীন কলকাতা প্রেস ক্লাব এর ৮০ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত। এই উপলক্ষে প্রাক্তন ফুটবলার একাদশ ও প্রেস ক্লাব একাদশ উভয়ের মধ্যে প্রীতি ফুটবল প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয়েছে। মোহনবাগান মাঠে এই খেলাকে কেন্দ্র করে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা ধরা পড়েছে। এই প্রথম সুব্রত ভট্টাচার্যের উপস্থিতিতে এক অন্য মাত্রা পেল টুর্নামেন্ট। গৌতম সরকার, মানস ভট্টাচার্য, বিদেশ বসু, সত্যজিৎ চ্যাটার্জি, কৃষ্ণেন্দু রায়, অমিত ভদ্র, সঞ্জয় মাঝি, দীপেন্দু বিশ্বাস, অমিত দাস, সুমিত মুখার্জি, উলগানাথন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। নজর কাড়া উপস্থিতি ও তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ খেলার আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলে নিঃসন্দেহে। যদিও ২-১ গোলের ব্যবধানে জিতেছে প্রাক্তন ফুটবলারদের একাদশ। প্রেস ক্লাব একাদশ দল পরাজিত। বিজয়ী দলের পক্ষে গোলদাতা দীপেন্দু বিশ্বাস ও সঞ্জয় মাঝি। কলকাতা প্রেস ক্লাব একাদশের হয়ে একমাত্র গোলটি করেন দেবাশিস সেনগুপ্ত। পরিশেষে, অতীতের দিকপাল খেলোয়াড়দের হাতে "ব্লেজার" উপহার স্বরূপ তুলে দেন কলকাতা প্রেস ক্লাবের সভাপতি স্নেহাশিস সুর ও সম্পাদক কিংশুক প্রামাণিক।

ফুটবলপ্রেমী দিবস পালিত

৩৬০ জন রক্তদান করলেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: কলকাতা সহ বিভিন্ন জেলায় ফুটবলপ্রেমী দিবসে ১,০৫৮ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে তা দান করলেন। বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যেই ফুটবল প্রেমী দিবস পালিত হয়েছে। যৌথভাবে এই অনুষ্ঠানের মূল আয়োজক আইএফএ তথা ইন্ডিয়ান ফুটবল ফেডারেশন এবং এ্যাসোসিয়েশন অফ ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স ওয়েস্ট বেঙ্গল। উৎসাহ দানের জন্য এ রাজ্যের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, আজকের দিনে তৎকালীন সময়ের রনজি স্টেডিয়ামে এখনকার ইডেন গার্ডেন্স হিসেবে পরিচিত। ৪৪ বছর আগের এক অনভিপ্রেত ঘটনা। মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল দুই প্রধানের খেলায় ১৯৮০ সালে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় ১৬ জন দর্শক প্রাণ হারিয়েছিলেন। পরের বছর থেকেই ফুটবল প্রেমীদের স্মৃতিতে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়ে থাকে। ২০২৪ সালে রক্তদান করলেন মোট ৩৬০ জন। বিখ্যাত ফুটবলার শিশির ঘোষ এবছর রক্তদাতাদের জন্য শংসাপত্র স্বাক্ষর করেছেন। প্রসঙ্গতঃ ৪২১ জন গতবছর অর্থাৎ ২০২৩ সালে রক্তদান করেছিলেন। এ বছর তা খানিক কম।

"খেলা হবে দিবস" পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: এ রাজ্যের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে রাজ্যব্যাপী 'খেলা হবে দিবস' পালিত হয়েছে। এই রাজ্যের ৩৪৫ টি ব্লকের পাশাপাশি ১১৯ টি পৌরসভা ও সেইসঙ্গে সাতটি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, ২৩ টি জেলার সদর শহরে তা পালিত হয়েছে। এছাড়াও পাহাড় ও সমতল নিয়ে গোর্খা টেরিটোরয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এর আওতা ভুক্ত এলাকায় অর্থাৎ জিটিএ, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অন্তর্গত ১৪৪ টি ওয়ার্ড এবং সর্বোপরি আই এফ এ অনুমোদিত ১৭৬টি ক্লাব, এই বিশেষ দিনটিতে সব ধরনের খেলার মাধ্যমেই পালিত হয়েছে। এর জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। তিনি বলেন, সব ধরনের খেলার উন্নতির স্বার্থেই রাজ্য সরকার বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। এর অঙ্গ হিসেবে এই মুহূর্তে ক্রীড়ার মান উন্নয়নে আটটি "স্পোর্টস একাডেমি" রাজ্য জুড়ে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমানে কাজ চলছে। ইতিমধ্যেই চারটি একাডেমিতে পুরোদমে খেলাধুলা চলছে। বাকি চারটি একাডেমির পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ এগিয়েছে বলে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন তিনি।

বাদ্যকারের নতুন গান, ভাইরাল "রাজা - পাট" নিয়ে বীরভূমের ভুবন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: নিজস্ব প্রতিবেদনঃ ফের ভাইরাল ভুবন বাদ্যকারের বাদাম এর পর পাট নিয়ে গান। ঘটনাচক্রে বাদাম ছেড়ে তিনি এখন পাট বীজ নিয়ে মেতে রয়েছেন। অর্থকরী ফসল নিঃসন্দেহে। আসল ঘটনা তাঁর মুখেই তবে শোনা যাক। পাট শিল্প পুনরুজীবিত করতে এবং পাটজাত দ্রব্যের ব্যবহার বাড়াতে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধির উপর জোর দিচ্ছে নুজিভিডু সিডস। তাদের তৈরি রাজা পাট এর বীজ, পাট চাষ ও পাটের উৎপাদনে বিরাট সাফল্য আনতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে বলে দাবি পাটচাষীদের। এই সাফল্যে এবার রাজা পাট নিয়ে গান বাঁধলেন কাঁচা বাদাম খ্যাত সঙ্গীত শিল্পী বীরভূমের ভুবন বাদ্যকার। রবিবার মুর্শিদাবাদ জেলার পাটিকাবাড়ি এলাকায় রাজা পাটের চাষ নিয়ে একটি মেগা ফিল্ড ডে এর উদ্বোধন করে রাজা পাটের সাফল্য নিয়ে তাঁর রচিত নতুন গান গেয়ে শোনান এলাকার কৃষকদের। ইতিমধ্যে সেই গান ইউটিউবে ভাইরাল হতে শুরু করেছে। এ প্রসঙ্গে ভুবনবাবু বলেন, "প্রথম জীবনে তিনি চাষের কাজ করতেন। পরে কাঁচা বাদাম বিক্রি শুরু করেন।" তিনি মুর্শিদাবাদের গ্রামে গ্রামে ঘুরে এই রাজা পাটের একচেটিয়া পাট চাষ দেখে অভিভূত। রাজা পাট উৎপাদনকারী সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই পাট একর প্রতি অতিরিক্ত ১০ হাজার টাকা লাভের সুযোগ করে দিচ্ছে চাষীদের। পাটের লম্বা আঁশ এবং অন্যান্য প্রজাতির চেয়ে এর একর প্রতি বাড়তি নূন্যতম দুই কুইন্টাল উৎপাদন বেশি হওয়ার ফলে তা সম্ভব হয়েছে। এদিকে, সংস্থার তরফে দাবি করা হয়েছে যে, রাজা এন জে ৭০০৫ পাটের একটি নতুন প্রজাতি। যা ২০২০ সালে প্রবর্তনের পর থেকে পাট চাষে পরিবর্তন এনেছে। এই চাষে খরচও কম। সঙ্গে পাওয়া যায় উচ্চ ফলন, উচ্চতর গুণমানের তন্তু এবং বর্ধিত লাভের সুযোগ। যে সমস্ত কৃষক রাজা পাট চাষ করেছেন সংশ্লিষ্ট চাষিরা জানিয়েছেন, আগের চেয়ে তাদের লাভের পরিমাণ বেড়েছে। এই বীজ চাষ করে তারা খুশি। ভবিষ্যতেও এই রাজা পাট মার্কা বীজেই চাষ করতে চান তাদের সকলে। জনৈক পাট চাষী সিরাজুল ইসলাম বিশ্বাস বলেন, রাজা পাট চাষ করে কিভাবে তাদের পরিবারে আর্থিক সচ্ছলতা ফিরেছে সেই কাহিনী। তিনি আরও বলেন, অন্যান্য প্রজাতির তুলনায় এই পাট দু'ফুট বেশি লম্বা অর্থাৎ বেশি ফলন, মোটা ছাল যা ফলন এবং তন্তুর গুণমান বাড়ায়। এই অনুষ্ঠানে পাট চাষের এই নতুন দিগন্ত গানে গানে চাষিদের কাছে তুলে ধরেন কাঁচাবাদাম খ্যাত শিল্পী ভুবন বাদ্যকার। তিনি এই অনুষ্ঠানে উৎসাহ দান ও কৃষকদের যুগান্তকারী 'রাজা মার্কা' পাট বীজ গ্রহণ করতে আহ্বান জানিয়েছেন।

চলো খাই

দেবব্রত সেন: বাঙালি পরিবারে অম্বল বা অম্লজীর্ণে জেরবার হওয়ার ছবি নতুন ঘটনা নয়। এই সমস্যায় জরাজীর্ণ হতে হয় আমবাঙালিকে। গ্যা স-অম্বলের সমস্যান এড়াতে খালি পেটে নিয়ম করে অ্যা ন্টাসিড খান অনেকেই। তাতে সারা দিনের জন্যব নিশ্চিন্ত। দিনভর তেল-মশলা যা-ই পেটে যাক, অন্তত গ্যাকস হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে না। কিন্তু মুঠো মুঠো অ্যান্টাসিড কখনওই এর সমাধান নয়। তার বদলে ঘরোয়া উপাদানেই আছে সমাধান। অ্যাথন্টাসিড খেয়ে গ্যা স-অম্বল ঠেকিয়ে রাখার অভ্যাসে শরীরের জন্যম ভাল নয়। বরং সকালে খালিপেটে এমন কিছু খাবার খান, যাতে গ্যাখস-অম্বল না হয়। গ্যাস-অম্বল আমাদের নিত্যসঙ্গী। বেহিসেবি খাওয়াদাওয়ার ধাক্কায় বড়-ছোট-খুদে, সব বয়সিদের গ্যাস, অম্বল, চোঁয়া ঢেকুর, পেটের সমস্যা! গ্যাসের বড়ি খেয়ে মেলে সাময়িক স্বস্তি। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে ফের ফিরে আসে অ্যাসিডিটি ! বহু মানুষ যা খায় তারপরেই মাথা যন্ত্রণা, পেটে হালকা ব্যথা, বমি বমি ভাব— গ্যাসের এই লক্ষণগুলি দেখা দেয়। অনেক ক্ষণ না খেয়ে থাকলে কিংবা বাইরের খাবার খেলে সাধারণত গ্যাস-অম্বলের সমস্যা হয়। চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, বেশি ফাইবার, চর্বি, অত্যধিক নুন যুক্ত খাবার খেলেও পেটে গ্যাস হতে পারে। গ্যাস অম্বলের জ্বালা থেকে মুক্তি দিতে পারে গ্রিক ইয়োগার্ট। এই খাবার সুস্বাদু এবং স্বাস্থ্যকরও বটে। প্রোটিন যুক্ত এই দই এমনিতেই অত্যন্ত উপকারী। এর সঙ্গে মধু ও বেরি মিশিয়ে নিলে তা আরও বেশি স্বাস্থ্যকর হয়ে উঠবে। সহজে শরীর দুর্বল হয়ে পড়বে না। পেটও ভাল থাকবে। বদহজম সংক্রান্ত সব কষ্ট দূর করে জোয়ান ও হিঙের গুণ। গ্যাস, পেটফাঁপা, অ্যাসিড রিফ্লাক্স, আইবিএস, পেটব্যথা কমে, হজমে সাহায্যকারী উৎসেচক ক্ষরণ বৃদ্ধি পায়। প্রোটিন স্মুদি এটি তৈরি করতে নিতে হবে একটি ২৫ গ্রাম মতো প্রোটিন পাউডার। তার সঙ্গে ফাইবারে সমৃদ্ধ কলা অথবা বেরি এবং এক চা চামচ চিয়া বীজ এবং পিনাট বাটার। এই সব কটি উপাদান নিয়ে মিক্সিতে বানিয়ে নিতে পারেন স্বাস্থ্যকর প্রোটিন স্মুদি। সকালে খেলে সারা দিন মন এবং শরীর চনমনে থাকবে। শাকসব্জি দিয়ে নানা ধরনের খাবার তৈরি করা যায়। পাস্তা, চাউমিন তো আছেই সেই সঙ্গে স্যালাড, স্যুপও বানিয়ে নিতে পারেন। স্বাস্থ্যকর খাবার মানেই তা সুস্বাদু হবে না, সেই ধারণা ভুল। ঠিক করে বানালে সব্জির পদও সুস্বাদু হয়ে উঠবে। তা ছাড়া, পেটের যত্ন নিতেও পুজোর আগে এই খাবারগুলি বেশি করে খাওয়া জরুরি।

সারা বছর খান চ্যবনপ্রাশ

অলক দাশ: চ্যবনপ্রাশ। নামটা শুনলেই অনেকে বলে উঠবেন এ তো চিনি। হ্যাঁ , আগে সব বাড়িতেই মা, দিদিমারা তুলসি, বাসক, পিপুলের মতো বিভিন্ন আয়ুর্বেদিক পথ্যের সাহায্য নিতেন। আর ছিল এই চ্যবনপ্রাশ, যা বাচ্চাদের খাওয়ানো হত সারা শীতকাল। সর্দি-কাশি, সংক্রমণ থেকে ছোটোদের রক্ষা করার ক্ষেত্রে যা ছিল অব্যর্থ দাওয়াই। সময় বদলেছে, এখন শুধু শীতকাল নয়, বরং বর্ষার মরসুমেও রোগ প্রতিরোধ বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা দেখা যাচ্ছে। আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞ মুনি 'চ্যবন'-এর নাম ও 'প্রাশ' (বিশেষ ভাবে তৈরি খাবার) মিলে নামকরণ হয়েছে এই পথ্যের। কেবল শীতকালেই নয়, এই পথ্য সারা বছর খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য প্রভূত উপকারী। মোট চল্লিশ ধরনের উপকরণ দিয়ে তৈরি হয় চ্যবনপ্রাশ। এই সব উপকরণের মধ্যে রয়েছে আমলকি, মধু, অশ্বগন্ধা, চন্দন গুঁড়ো, অর্জুন গাছের ছাল, ঘি, ত্রিফলা সহ অন্যান্য উপাদান। শিশু থেকে বয়স্ক, সকলেই চ্যবনপ্রাশ খেতে পারেন। হয় সকালে খালি পেটে, আর না হয় রাতে খাবার খাওয়ার পর এই চ্যবনপ্রাশ খেতে পারেন। মনে রাখবেন খাওয়ার দু'ঘণ্টার মধ্যে এটি না খাওয়াই ভাল। অনেকে গরম দুধে চ্যবনপ্রাশ মিশিয়েও খান। সর্দি-কাশির প্রকোপ থেকে বাঁচতে চ্যবনপ্রাশ খাওয়া যেতেই পারে। এ ছাড়া, আর কী স্বাস্থ্যগুণ রয়েছে চ্যবনপ্রাশের ? ফুসফুসের দেখভাল করে। হজমশক্তি উন্নত করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য কমায়। শক্তি বাড়ায়। এছাড়াও রক্তকে বিশুদ্ধ করে এবং দূষিত পদার্থ বার করে দেয়। রক্তচাপ স্বাভাবিক করে। কোলেস্টেরলের জন্য ভালো। নানা সংক্রমণ থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে।

Printed, Published and **owned** by Haimanti Roy Thakur, 96, Purba Sinthi by Lane, Kolkata - 700 030
Printed by Rajib Roy, Sinthi More, Kol - 700 050. **Editor : Haimanti Roy Thakur,** Phone : 9836765148, 9830495701& Email : haaimaanti@gmail.com